দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 JUL 199?
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল

চলতি সনের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার অত্যধিক দৃষ্ট হয়েছে। ১৭ মার্চ উক্ত পরীক্ষা শুরু হয় এবং ৪ এপ্রিল শেষ হয়। ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১৪ জুলাই। ৪টি বোর্ডের ফলাফল একই দিনে প্রকাশ হয়।

অতীতে একটি শিক্ষা বোর্ড ছিল। তবুও ফল প্রকাশের এত বিলম্ব ঘটতো না। তাড়াতাড়ি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা হিসেবে ৪টি বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

জানা যায়, পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকদের কাছে পৌঁছার পর তারা কাজ শুরু না করে ওগুলো ফেলে রাখেন এবং শেষে তাড়াহুড়া করে কাগজ দেখতে শুরু করেন। এতে বহু যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী অযোগ্য এবং বহু অযোগ্য যোগ্য হয়ে থাকে। এমনও শুনা যায় যে, পরীক্ষক তার ইচ্ছামাফিক ভিন্ন লোক দিয়ে কাজ সমাধা করে থাকেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনও বহু কেন্দ্র রয়েছে যেগুলোতে পরীক্ষার পর পাঁচ-সাত দিন উত্তরপত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, যোগাযোগের অভাবে। আর একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী তাতে লাভবান হয় বিশেষভাবে।

বৃটিশ আমলে জেলা ও মহকুমা সদরে পরীক্ষা হতো স্বল্পমেয়াদী রুটিনের ভিত্তিতে। অবশ্য বিশেষ পরীক্ষা আরও কিছু দিন চলতো। আজকাল ২০-২৫ দিনের আগে সাধারণ পরীক্ষা শেষ হয় না। এতে গরীব ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ নানা দিক দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এছাড়া প্রায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবরও জানা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে পরীক্ষার ফল প্রকাশে দুর্নীতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যায় পরীক্ষার ফল প্রকাশের ২০-২৫ দিন পূর্বে থেকেই একশ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষক বোর্ডে হাজির হয়ে কৌশলে পরীক্ষার ফল জেনে আসেন। কেউ কেউ নামকাওয়াস্তে পরীক্ষা দিয়েও ভাল ফলাফলের অধিকারী হয় বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর মাধ্যমে।

আজকাল যারা এসএসসি পাস করে তারা সবাই যে মেধাবী এমন নয়। তবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। তারা নকল ও ভিন্ন পন্থায় পরীক্ষা পাস করে।

পরীক্ষার উত্তরপত্র যদি সঠিকভাবে দেখা যায়, তা হলে আসল-নকল বের করা কঠিন ব্যাপার নয়। সঠিকভাবে উত্তরপত্র দেখা হলে পাসের হার ৫০ কেন ২৫-এর মধ্যে এসে দাঁড়াবে। এবং প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করা মোটেই কষ্টকর হবে না। যোগ্য পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাতে ২০-২১ দিনের মধ্যে খাতা দেখার কাজ শেষ হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। স্বল্পমেয়াদী রুটিনের মাধ্যমে যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে সত্বর তা শেষ হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

নকলের দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে, জেলা সদরে একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করতে হবে। মোট কথা বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে পরীক্ষায় আসল-নকল বের করার পন্থা নির্ণয় করতে পারলেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার পথ উজ্জ্বল হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

—আবু মোহাম্মদ আদীল